॥ তালের দশ প্রাণ ॥

সঙ্গীতশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—

"কাল মার্গঃ ক্রিয়াঙ্গানি গ্রহ জাতি-কলা-লয়াঃ।
যতি প্রস্তারকশ্চেতি তাল প্রাণাদশস্মৃতাঃ।।"

অর্থাৎ **কাল, মার্গ, ক্রিয়া, অঙ্গ, গ্রহ, জাতি, কলা, লয়, যতি** এবং **প্রস্তার** এই দশটি হইল তালের প্রাণ। প্রাচীনকালে ভারতীয় সঙ্গীতে এই দশ প্রাণের প্রয়োগ অধিক হইলেও বর্তমানে কেবলমাত্র দক্ষিণভারতীয় বা কর্ণাটী সঙ্গীতে ইহাদের প্রচলন আছে। উত্তরভারতীয় সঙ্গীতে ইহাদের প্রচলন আর বিশেষ নাই। নিম্নে এই দশটি প্রাণের প্রত্যেকের বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হইল—

[১] **কাল :** তালের দশটি প্রাণের মধ্যে প্রথমেই 'কাল' এর উল্লেখ করা হইয়াছে কাল বলিতে সময় বুঝায়। গীত, বাদ্য ও নৃত্যে যে সময় লাগে সঙ্গীতশাস্ত্রে তাহাকেই কাল বলা হয়। অন্যত্র যেমন বৎসর, মাস, সপ্তাহ, দিন দ্বারা সময়ের পরিমাপ করা হয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তেমনি কাল এর পরিমাপ করিতে মাত্রা, তাল প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়। তাল এর আবর্তন তথা গানের স্থায়ী-অন্তরা ইত্যাদি কাল এর অন্তর্গত। কয়েকটি মাত্রা লইয়া একটি বিভাগ এবং কয়েকটি বিভাগ লইয়া একটি তাল সম্পূর্ণ হয়। আর ইহাদের সবটুকু সম্পাদন করিতে যে সময় লাগে তাহাকেই বলা হয় কাল। শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—

"হস্তদ্বয়স্য সংযোগে বিয়োগে চাপি সর্বদা।
ব্যাপ্তিমান্যঃ সমাদিষ্টঃ স কালস্তাল সংজ্ঞকঃ।।"

[২] **মার্গ :** মার্গ শব্দের অর্থ হইল পথ। কোন তালের প্রথম মাত্রা হইতে শেষ মাত্রা পর্যন্ত যাইবার যে পথ তাহাকেই বলা হয় মার্গ। তালি, খালি, বিভাগ, মাত্রা ইত্যাদির ভাগ কিরূপে করা হইয়াছে এবং ইহাদের পারস্পরিক ব্যবধান কতটুকু মার্গ হইতে তাহা জানা যায়। মার্গ এর কাজটা অনেকটা মানচিত্রের ন্যায়। মানচিত্র দেখিয়া যেমন আমরা দুই স্থানের মধ্যে দূরত্ব, কোন স্থানের অবস্থান ইত্যাদি বুঝিতে পারি তেমনি মার্গ হইতে আমরা বুঝিতে পারি তালের প্রকৃতিটি কিরূপ, কতক্ষণ পর বা কত দূরে খালি অথবা ভরি আসিবে। তালের বিভিন্ন অঙ্গের মাত্রাই বা কত তাহাও মার্গ হইতে বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন শাস্ত্রে মার্গের কয়েকটি বিভিন্ন প্রকারভেদের

IND CamScanner App

যায়। সঙ্গীত রত্নাকর মতে মার্গ চারিটি। চূড়ামণি মতে মার্গ ছয়টি। দর্পণ মতে মার্গ বারোটি।

[৩] ক্রিয়া : বাদক যে তাল প্রদর্শন করিতে চাহেন তাহাকে স্পষ্ট করিয়া দেখানোকে ক্রিয়া বলা হয়। কোন তালকে দুইভাবে দেখানো যায়—তবলা কিংবা পাখোয়াজে বাজাইয়া অথবা হাতে তালি দিয়া। "নিঃশব্দা শব্দযুক্তা চ ক্রিয়া তু দ্বিবিধা মতা।" ক্রিয়া দুই প্রকার—[ক] সশব্দ ক্রিয়া এবং [খ] নিঃশব্দ ক্রিয়া। বলাবাহুল্য যে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই 'ক্রিয়া' ব্যাপারটি হাতে তালি দিয়া অথবা হাতের আন্দোলনের দ্বারা তাল দেখানোর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়।

[ক] সশব্দ ক্রিয়া—দুই হাতে তালি দিয়া তাল দেখানোকে সশব্দ ক্রিয়া বলা হয়। যেমন ত্রিতালের ক্ষেত্রে প্রথম, পঞ্চম এবং ত্রয়োদশ মাত্রা হাতে তালি দিয়া দেখান হয়।

[খ] নিঃশব্দ ক্রিয়া—দুই হাতে তালি না দিয়া, অঙ্গুলির কর গণনা করিয়া বা হাত দুলাইয়া মাত্রা ও বিভাগ দেখাইলে তাহাকে নিঃশব্দ ক্রিয়া বলা হয়। উত্তরভারতীয় সঙ্গীতে খালি বা ফাঁক দেখানোকে এবং প্রত্যেক বিভাগের মধ্যে মাত্রা গণনা করিয়া দেখানোকে নিঃশব্দ ক্রিয়া বলিয়া গণ্য করা হয়। দক্ষিণভারতীয় কর্ণাটী সঙ্গীত পদ্ধতিতে খালি বা ফাঁককে "বিসর্জিতম" বলা হয়। বিসর্জিতম্ আবার তিন প্রকার।

পতাক্ক বিসর্জিতম্—এক্ষেত্রে হাত উপরে উঠাইয়া ফাঁক দেখানো হয়।

কৃষ্ণা বিসর্জিতম্—এক্ষেত্রে হাত ডানদিকে লইয়া যাওয়া হয়।

সর্পিণী বিসর্জিতম্—এক্ষেত্রে হাত বামদিকে হেলাইয়া ফাঁক দেখানো হয়। বিসর্জিতম্ কখনও কোন বিভাগের প্রথম মাত্রার উপর হয় না।

[৪] অঙ্গ : উত্তরভারতীয় সঙ্গীতে যেমন তালের স্বরূপ বুঝাইতে বিভাগ প্রচলিত আছে, কর্ণাটী সঙ্গীতে সেই বিভাগকে বলা হয় অঙ্গ। প্রত্যেক তালের বিভাগ বা অঙ্গের মাত্রা সংখ্যা বিভিন্ন। কর্ণাটী সঙ্গীতে অঙ্গের সংখ্যা হইল ছয়।

"অনুদ্রুতো দ্রুতশ্চাথ দবিরামোলঘুস্তথা।
লবিরামো গুরুশ্চৈব প্লুতশ্চেতি যথাক্রমম্।
সপ্তাঙ্গানীহ তালেষু জ্ঞাতব্যানি সদাবুধৈঃ।
এক মাত্রা লঘুঃ প্রোক্তো দ্বিমাত্রো গুরুরুচ্যতে।
ত্রিমাত্রঃ প্লুত উদ্দিষ্টো মাত্রার্ধং তু দ্রুতো মতঃ।"

IND CamScanner App

অঙ্গ সংখ্যা	নাম	মাত্রা বা অক্ষরকাল	চিহ্ন
১	অনুদ্রুত	১	‿
২	দ্রুত	২	০
৩	লঘু	৪	।
৪	গুরু	৮	S
৫	প্লুত	১২	৮ বা ৩
৬	কাকপদ	১৬	+

অনেকে আবার স্বীকার করেন আরও দুইটি অঙ্গ আছে অর্থাৎ মোট অঙ্গ হইল আট।

৭	দ্রুতবিরাম	৩	০‿
৮	লঘুবিরাম	৬	ৗ

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে এই অঙ্গগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সঙ্গীত রত্নাকর মতে অঙ্গের সংখ্যা সাত।

[৫] **গ্রহ** : কোন তালের যে মাত্রা হইতে গান আরম্ভ করা হয়, সেই স্থানকে বলা হয় গ্রহ। সঙ্গীত রত্নাকর অনুসরণে পণ্ডিত কাশীনাথ তাঁহার "অভিনব তালমঞ্জরী" পুস্তিকায় 'গ্রহ' এর পরিচয় দিয়া লিখিয়াছেন--

"সমোতীতঃ অনাগতশ্চ বিষমশ্চ চতুর্বিধ।
গ্রহস্তালেষু বিজ্ঞেয়ঃ সূক্ষ্মদৃষ্টয়া বিচক্ষণৈঃ।।
তালো বিতালোনুতালঃ প্রতিতালশ্চতুর্বিধঃ।
সমগ্রহো ভবেত্তালো বিতালোতীতকঃ স্মৃতঃ।"

গ্রহ মুখ্যত দুই প্রকার--সমগ্রহ ও বিষমগ্রহ।

[ক] **সমগ্রহ**--যখন কোন তালের প্রথম মাত্রা হইতেই গান আরম্ভ করা হয় তখন ঐ স্থানকে বলা হয় সমগ্রহ। বর্তমানকালে উত্তর ভারতীয় হিন্দুস্তানী সঙ্গীতে গান যে কোন মাত্রা হইতেই আরম্ভ করা হউক না কেন, তালের প্রথম মাত্রাকেই সম বলা হয়।

[খ] **বিষমগ্রহ**--যখন কোন তালের প্রথম মাত্রা হইতে গান আরম্ভ না হইয়া অন্য কোন মাত্রা হইতে আরম্ভ হয় তখন সেই স্থানকে বলা হয় বিষমগ্রহ। বিষমগ্রহের অন্তর্গত আরও দুইটি উপগ্রহ স্বীকার করা হয়। যথা : অতীত গ্রহ ও অনাগত গ্রহ।

[ক] **অতীত গ্রহ**--মুখ্য সম স্থান পার হইয়া যাইবার পর অন্য কোন স্থানে গান আরম্ভ করিলে অথবা অন্য কোন স্থানে সম দেখাইলে সেই স্থানকে অতীত গ্রহ বলা

IND CamScanner App

হয়। কখনও কখনও গায়ক চমৎকৃত করিবার জন্য প্রকৃত সম না দেখাইয়া এক ভ্রামক সম দেখান। উহাকে অতীত গ্রহ বলা হয়।

[খ] অনাগত গ্রহ—অনাগত অর্থাৎ যাহা এখনও আসে নাই। মুখ্য সম আসিবার পূর্বেই যখন গীত বা গৎ আরম্ভ করা হয় এবং এক কৃত্রিম বা ভ্রমাত্মক সম দেখানো হয়, তখন সেই স্থানকে বলা হয় অনাগত গ্রহ। লয়কারীর উপর গায়ক বা বাদকের অধিকার সুদৃঢ় না হইলে অনাগত গ্রহকেই মুখ্য বা সমগ্রহ বলিয়া ভুল হইতে পারে। নিম্নলিখিত ছকে গ্রহের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

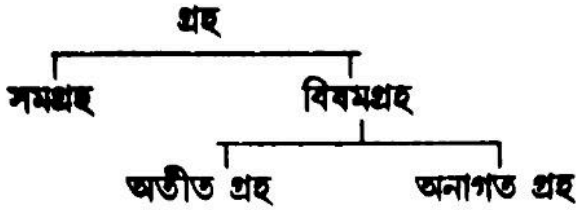

[৬] জাতি : কর্ণাটক সঙ্গীত পদ্ধতিতে জাতির স্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। জাতি হইতে তাল বিভাগের মাত্রা সংখ্যা বুঝিতে পারা যায়। এই পদ্ধতিতে মুখ্য তাল সাতটি। যথা : ধ্রুব, মঠ, রূপক, ঝম্প, ত্রিপুট, অট এবং এক। প্রত্যেক তালের আবার জাতি পাঁচটি—

"চতুরস্রস্তথাত্র্যস্রঃখণ্ডো মিশ্রস্তথৈব চ।
সঙ্কীর্ণ ইতি বিজ্ঞেয়া জাতয়ঃ ক্রমশোবুধৈঃ।।"

চতস্র, তিস্র, মিশ্র, খণ্ড এবং সঙ্কীর্ণ এই পাঁচটি জাতি। বিভাগের মাত্রা পরিবর্তন করিয়া জাতি উৎপন্ন করা হয়। দক্ষিণী পদ্ধতিতে সাতটি তাল এবং পাঁচটি জাতি হইতে ৭×৫=৩৫টি তাল রচনা করা হইয়াছে।

[ক] চতস্র—যে তালের চার চার অথবা চার এর বিভাগ করা হয় তাহাকে চতস্র জাতি বলে। ইহাতে লয় দ্বিগুণ, চৌগুণ, আটগুণ, ষোলগুণ অথবা আধী, চৌঠা, অষ্ট এবং ষোড়শ মাত্রার হয়। যেমন—ত্রিতাল, কাহারবা ইত্যাদির ক্ষেত্রে।

[খ] তিস্র—যে তালে তিনের বিভাগ করা হয় তাহাকে তিস্র জাতি বলা হয়। ইহাতে লয় পৌণে, দেড়, ছয়গুণ অথবা বারগুণ মাত্রার হয়। যেমন—দাদরা, দ্রুত একতাল ইত্যাদির ক্ষেত্রে।

[গ] খণ্ড—যে তালে পাঁচ এর বিভাগ করা হয় তাহাকে খণ্ড জাতি বলে। ইহাতে সওয়াগুণ, আড়াইগুণ, পাঁচগুণ, দশগুণ মাত্রার লয় হয়। যেমন—ঝাঁপতাল এবং সুলতালের ক্ষেত্রে।

IND CamScanner App

[খ] মিশ্র—যে তালে সাতের বিভাগ করা হয় তাহাকে মিশ্র জাতি বলা হয়। ইহাতে লয় পৌণে দুগুণ, সাড়ে তিনগুণ, সাতগুণ মাত্রায় হয়। যেমন—ধামার, আড়াচৌতাল, রূপক, তীব্রা, ঝুমরা ইত্যাদির ক্ষেত্রে।

[ঙ] সঙ্কীর্ণ—যে তালে নয় এর বিভাগ করা হয় তাহাকে সঙ্কীর্ণ জাতি বলে ইহাতে লয় সওয়া দুগুণ, সাড়ে চারগুণ, নয়গুণ প্রভৃতি মাত্রায় হয়। যেমন—মত্ততাল লক্ষ্মীতাল ইত্যাদির ক্ষেত্রে। হিন্দুস্তানী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে জাতির তেমন গুরুত্ব নাই।

[৭] কলা : তবলা, পাখোয়াজ ইত্যাদি তালবাদ্য বাজাইবার নিয়ম ও রীতিকে কলা বলা হয়। বাদ্যযন্ত্রের উপর হাত রাখিবার কায়দা, বসিবার ঢঙ্ বা আসন, বিভিন্ন বোল বাজাইবার নিয়ম এবং তাহার প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়গুলিকে একত্রে কলা আখ্যা দেওয়া হয়। কলাকে আশ্রয় করিয়াই তবলার বিভিন্ন বাজ ও ঘরাণার উদ্ভব হইয়াছে। অভিনব তালমঞ্জরীতে বলা হইয়াছে—

"ধ্রুবকা সর্পিণী কৃষ্ণা পদ্মিনী চ বিসর্জিতা।
বিক্ষিপ্তকা পতাকা চ কলা স্যাৎপতিতাষ্টমী॥
সশব্দা তু ধ্রুবা জ্ঞেয়া সর্পিণী বামগামিনী।
কৃষ্ণা দক্ষিণতো গংত্রী পদ্মিনী স্যাদধোগতা॥
বিসর্জিতা বহির্যাতা বিক্ষিপ্তা কুঞ্চনাত্মিকা।
পতাকা ভূর্ধগমনাৎ পতিতা করপাতনাৎ॥"

[৮] লয় : "ক্রিয়ানন্তর বিশ্রান্তির্লয় স ত্রিবিধো মতঃ।
দ্রুতো মধ্য বিলম্বশ্চ দ্রুতঃ শীঘ্রতমো মতঃ॥"

সঙ্গীতে সময়ের সমান গতিতে লয় বলা হয়। লয় মুখ্যত তিন প্রকার—বিলম্বিত মধ্য এবং দ্রুত। গীত বাদ্য যখন ধীর গতিতে চলে তখন তাহাকে বলা হয় বিলম্বিত লয় ; যখন দ্রুতগতিতে চলে তখন বলা হয় দ্রুত লয় ; যখন বিলম্বিত এবং দ্রুত লয়ের মধ্যবর্তী গতিতে চলে তখন বলা হয় মধ্যলয়। মধ্যলয়ের গতি ঘড়ির হিসাবে এক সেকেণ্ডের সমান। মধ্যলয়ের দুইগুণ গতিতে দ্রুত লয় হয়।

লয় অবশ্য বহুপ্রকার হইতে পারে। যেমন অতি বিলম্বিত, অনুদ্রুত ইত্যাদি। যদি চার মাত্রা বাজাইতে যে সময় লাগে সেই সময়ের মধ্যে যদি পাঁচ মাত্রা বাজান হয় তবে তাহাকে সওয়াই বা কুয়াড়ী লয় বলা হয়। এক মাত্রা পরিমাণ সময়ে যদি একটি

IND CamScanner App

স্বর গাওয়া বা বাজান হয় তবে তাহাকে ঠায় লয় বলা হয়। চার মাত্রা কাল পরিমাণের মধ্যে যদি সাতমাত্রা বাজান হয় তবে তাহাকে বলা হয় বিয়াড়ী লয়। এইরূপে লয়কে দুগুণ, তিনগুণ চারগুণ ইত্যাদি করা যায়।

[৯] যতি ঃ "লয় প্রবৃত্তি নিয়মো যতিরিত্যভিধীয়তে।"

লয় এর চাল বা গতিকে যতি বলা হয়। সঙ্গীতশাস্ত্রে পাঁচ প্রকার যতির উল্লেখ আছে—

"সমা স্রোতোবহা চৈব মৃদঙ্গা চ পিপীলিকা।
গোপুচ্ছা চেতি বিবুধৈর্যতিঃ পঞ্চবিধোদিতা।।"

[ক] সমাযতি—কোন বোলের টুকড়ার তিন ভাগ—আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই তিন স্থানের লয় যদি একই হয় তবে তাহাকে "সমাযতি" বা সমলয় বলা হয়। যেমন—

ধাগেতিট ধাগেতিট তাগেতিট তাগেতিট | ধাগেতিট কিটধাগে

তিটতিট তাগেতিট | কিটতাগে তিটতিট তিটকত গদিগিন | ধা
×

[খ] স্রোতাগতা বা স্রোতাবহা—যেভাবে নদীর স্রোতে জল বহিয়া যায়, লয়ের চাল সেই প্রকার হইলে তাহাকে স্রোতাগতা বা স্রোতাবহা বলা হয়। কোন কোন পণ্ডিতের মতে এইরূপ লয়ের চলনের আদিতে বিলম্বিত মধ্যে মধ্য চাল এবং অন্ত্যে দ্রুত চাল হয়। আবার কেহ বা বলেন স্রোতাবহা যতির ক্ষেত্রে আদিতে মধ্যলয়, মধ্যে বিলম্বিত লয় এবং অন্ত্যে দ্রুতলয় হইবে। যেমন—

ধাকিট তকিটত কাকিট ;

ধাকিটতকধুম কিটধুমকিটতক ধুমকিটতকধা কিটধুমকিটতক :

তকিটতকাSকিটতকগদি গিনধাSSকিটতকগদিগি নধাSSতিটকতগদিগিন | ধা
×

(প্রথম মতানুসারে)

IND CamScanner App

দশমাত্রার এই বোলের প্রত্যেক অর্ধবিরাম (;) এর পর লয় বদল হইবে।

ধাতিরকিটতক ; তকধেন ; কিটতকধাকিটতকধাকিটতক | ধা
×

(দ্বিতীয় মতানুসারে)

[গ] **মৃদঙ্গা**—মৃদঙ্গের দুই প্রান্ত যেমন সঙ্কীর্ণ কিন্তু মধ্যস্থানটি স্ফীত হয় তেমনি লয় এর চলনের আদি ও অন্ত্য দ্রুত এবং মধ্যভাগ বিলম্বিত হইলে তাহাকে মৃদঙ্গা যতি বলা হয়। যেমন—

তিরকিটতকধিরকিটতকতিরকিট ধিরধিরকিটতকধাতিরকিটতক ; ধা ধা তু না ;
কততিরকিটতক ধাsকততির কিটতকধাs কততিরকিটতক | ধা
×

[ঘ] **পিপীলিকা**—পিঁপড়া যেমন কখনও একটানা দ্রুত দৌড়ায় আবার কখনো বা একদম ধীর গতিতে চলে, লয়ের চলন সেইরূপ হইলে তাহাকে 'পিপীলিকা যতি বলে। পিপীলিকা যতির কয়েক প্রকার ভেদ হইতে পারে। ইহার আদি অন্ত্যে বিলম্বিত এবং মধ্যে দ্রুতলয় হইতে পারে, অথবা আদি অন্ত্যে মধ্যলয় এবং মধ্যে দ্রুত লয় হইতে পারে অথবা অন্ত্যে মধ্যলয় এবং মধ্যে বিলম্বিত লয় হইতে পারে। যেমন—

কিটতক তা কিটতক তা ; ধা s দিন্ তা ; ইত্যাদি।

[ঙ] **গোপুচ্ছা**—গরুর লেজের মত আকৃতি। আরম্ভে দ্রুত লয় এবং অন্ত্যে বিলম্বিত হইলে তাহাকে 'গোপুচ্ছা যতি' বলে। যেমন—

ধাকিট ধাকিট তকিটত কাsকিট ধুমকিট তকিটত কাকিট ;
দিন্ s ; তা s s | ধা
×

[১০] **প্রস্তার** : প্রস্তার শব্দের অর্থ হইল বিস্তার করা। কোন একটি তালের ঠেকা বাজাইবার পর ঐ তালকে কায়দা, পাল্টা, রেলা, টুকড়া, পরণ ইত্যাদির দ্বারা বিস্তার করাকে বলা হয় 'প্রস্তার'।

IND CamScanner App